

দুর্গাপুরে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙে পড়েছে

মো. সোহন মির্জা, দুর্গাপুর (নেত্রকোণা)

নেত্রকোণার দুর্গাপুর উপজেলায় অব্যবস্থাপনার কারণে মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙে পড়েছে। অনেক বিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিক্ষক নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। এম কে সি এম পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে চলছে শিক্ষার সংকট। যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণে জানা যায় প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের কাজে উপজেলা শহরে ও জেলা শহরে বেশি থাকেন। ১৭ জন শিক্ষকের মধ্যে আছে মাত্র ৩ জন। এর মধ্যে আবার ৩-৪ জন শিক্ষক থাকেন গড় হাজিরা। অর্ধ শতাধিক পরীক্ষার উচ্চতর গণিত ও কৃষি পরীক্ষা চলাকালীন এক অব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতায় এই প্রতিবেদক স্থানীয় অভিভাবক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমিউটিভ কাউন্সিলের কমান্ডার রুইল আনিস হুসু ও ডিপিটি কমান্ডার মো. সোহরান হোসেন তালুকদারি সহায়ক কয়েকজন অভিভাবক বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায় ৪টি ক্লাসের প্রতিটি ক্লাসে ৮০-৯০ জন শিক্ষার্থী হই-দুটো করে বেনচি ভেঁমনিভাবে পরীক্ষা দিচ্ছে। শিক্ষকদের সম্মুখেই শিক্ষার্থীরা একে অপরের খাতা টেনে নিচ্ছে এমন কি বই দেখে পরীক্ষা দিচ্ছে। শিক্ষক তালুকদারি হাসান জানান শিক্ষক শরতীর কারণে আমরা পরীক্ষার্থীদের কাছে জিপি। এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক এটিএম মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে কথা বললে তিনি শিক্ষক শরতীর কথা বান। শিক্ষক মাহমুদুর রহমান নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসেন না। শোকরুল কর্নার পরও তিনি শোকরুলের কোন উত্তর দেন না বলে প্রধান শিক্ষক জানান। শিক্ষক বাজারের আইডিয়াল কুলের প্রধান শিক্ষক মো. নুরুল ইসলাম প্রায় সময় তার নিজস্ব লাইব্রেরির কাজে ব্যস্ত থাকেন। চহিগড় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলতাবুর রহমান কারল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হওয়ায় বিদ্যালয়ের কাজে সময় দিতে পারেন না।

একই উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক তপন কুমার দাস কর্তৃপক্ষের কোন অনুমতি না নিয়ে বেনরকারি বিদ্য বিদ্যালয় (ইউডা) স্টুডেন্ট আইডি নং- ০৮১১২১০০২, সংগীত ডিপার্টমেন্টে বর্তমানে ৬ষ্ঠ সেমিস্টারে লেখাপড়া করছেন। সরকারি নিয়ম হচ্ছে যে, কোন এমপিওভুক্ত বেনরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক অনুমতি না নিয়ে পড়াশোনা করে তাহলে ডাকরি ছেড়ে তা করতে হবে। নতুনো গর্তদিন সরকারি বেতন ভোগ করার ততদিনের সব টান্ডা বিগণ সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে একা কোন শিক্ষক যদি কুলের কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হলে তার বেতনও একই বিধান।

এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক কর্মকর্তা কামাল পারভেজের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানান এ ব্যাপারে তার কাছে কোন অভিযোগ আসেনি। এটি অভিযোগ পেলে ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এমপিও গারান্টিড ও-ট্রিভিয়ারী সরকারি-এম কে সি এম পাইলট বিদ্যালয়ে অব্যবস্থাপনার এমন চিত্র অভিভাবকরা দারুণ উৎকর্ষায় মধ্যে রয়েছেন।